- অ্যাডলফ হিটলার এবং তার নাৎসি পার্টি জার্মানির জনগণের অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় আসে। হিটলারের নেতৃত্বে, নাৎসি পার্টি জার্মানিকে "Lebensraum" বা "জীবনযাপনের স্থান" প্রদান করতে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো দখলের পরিকল্পনা করে। Lebensraum এর মূল থিম ছিল জাতীয় উন্নতির জন্য দেশের সীমানা বিস্তৃত করতে হবে।
- এছাড়া, তারা সামরিক শক্তি পুনর্গঠন করে জার্মানিকে আবার শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি দেয়, যা ইউরোপে নতুন উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

হিটলারের (ফুয়েরার) উত্থান

১৯২০ সালে জার্মান শ্রমিক সংঘ এক জনসভার আয়োজন করে। এই জনসভায় এডলফ হিটলার নাৎসি বাহিনী গঠনের লক্ষ্যে ২৫ দফা ইশতেহার ঘোষণা করেন।

হিটলারের (ফুয়েরার) উত্থান

১৯২১- National Socialist German Workers Party (NSDAD) [NAZI (নাৎসি)] চেয়ারম্যান

১৯২৩ সালে তিনি ক্ষমতাগ্রহণের চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে কারাগারে যেতে বাধ্য হন। কারাগারে বসেই রচনা করেন। আত্মজীবনী মাইন ক্যাম্ফ (মাই স্ট্রাগল/ আমার সংগ্রাম)। ১৯২৫ সাল বইটি প্রকাশিত হয়।

- ১৯৩৩ সালে জার্মানির চ্যান্সেলর নির্বাচিত হন।
- ভাইমার সংবিধান বাতিল করেন (ভাইমার প্রজাতন্ত্র)
- ১৯৩৫ সালে ভার্সাই ও লৌকর্নো চুক্তির শর্তসমূহ বাতিল করে
- অস্ট্রিয়াকে ১৯৩৮ সালে দখল করে 'অস্টমার্ক নাম দেয়
- পোল্যান্ডের ডানজিগ বন্দর দখল করে নেন

হলোকাস্ট

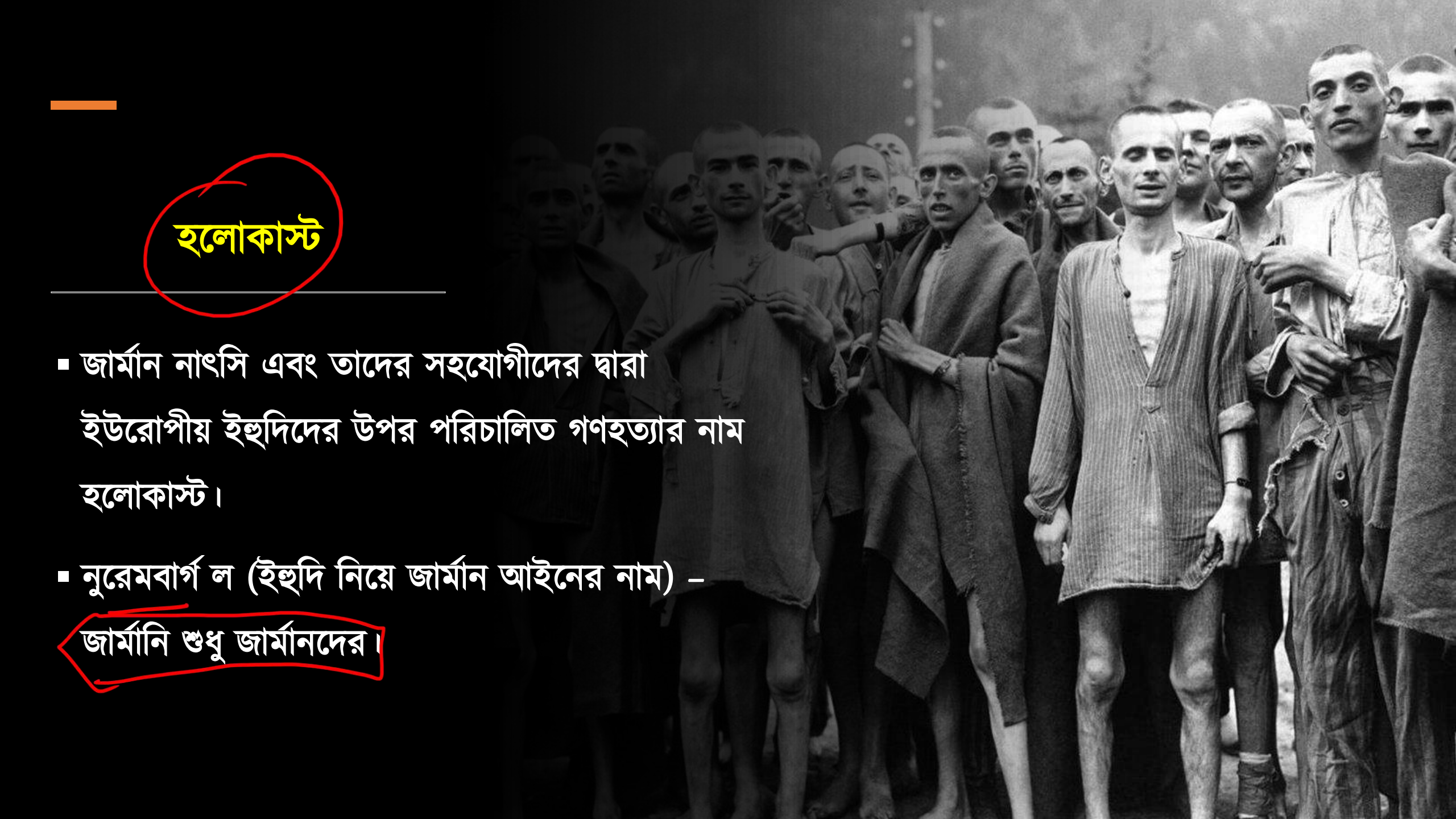

- জার্মান নাৎসি এবং তাদের সহযোগীদের দ্বারা ইউরোপীয় ইহুদিদের উপর পরিচালিত গণহত্যার নাম হলোকাস্ট।
- নুরেমবার্গ ল (ইহুদি নিয়ে জার্মান আইনের নাম) – জার্মানি শুধু জার্মানদের।

- Let’s Recap

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পক্ষসমূহ

- অক্ষ শক্তি
- মিত্র শক্তি

অক্ষ চুক্তি

ইতালির মুসোলিনি ও জার্মানির হিটলার ১৯৩৬ সালে ‘রোম-বার্লিন’ (Rome-Berlin Axis) চুক্তি করেন।

অক্ষ চুক্তি/

Tripatriate Pact

(ইতালি, জার্মানি, জাপান)

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪০

রোম-বার্লিন-টোকিও চুক্তি

মিত্র শক্তি

- যুক্তরাষ্ট্র
- যুক্তরাজ্য
- সোভিয়েত ইউনিয়ন
- চীন
- ফ্রান্স
- পোল্যান্ড

- ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স যৌথ শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জার্মানির বিরুদ্ধে। ৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটেন যুদ্ধ ঘোষণা করে জার্মানির বিরুদ্ধে। শুরু হয়ে যায় ২য় বিশ্বযুদ্ধ।

- ১৯৪১ সালের ২২ জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করেন হিটলার। ইতালি, রোমানিয়া ও ফিনল্যান্ডের সহায়তায় প্রায় জার্মান সেনা রাশিয়ায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। লক্ষাধিক ইহুদিকে হত্যা করে। এই অভিযানের নাম বারবারোসা। এটি বিশ্ব ইতিহাসে সবচেয়ে বড় স্থলযুদ্ধ।

নেতা ছিলেন কারা?

ব্রিটেন	প্রথমে নেভিলি চেম্বারলেইন। যুদ্ধের বেশি সময়জুড়ে ছিলেন উইনস্টোন চার্চিল, ১৯৫৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পান হিস্টোরি অব সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার লেখার জন্য । শেষের দিকে ছিলেন ক্লিমেন অ্যাটলি। রাজা – ষষ্ঠ জর্জ
যুক্তরাষ্ট্র	প্রথমে ফ্রাংলিন ডি রুজভেল্ট এবং পরে হ্যারি এস ট্রুম্যান যিনি বোমা ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে।
সোভিয়েত ইউনিয়ন	জোসেফ স্টালিন। তাকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জনক বলা হয়। আর রাশিয়াকে বলা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পিতৃভূমি।
ফ্রান্স	প্রধানমন্ত্রী – দালাদিয়ের, প্রেসিডেন্ট – চার্লস দ্য গল

সামরিক বাহিনীর প্রধান

ব্রিটেন – মন্টেগোমারি (ডেজার্ট র‍্যাট)

যুক্তরাষ্ট্র – জর্জ মার্শাল (যুদ্ধ পরিচালনা করতেন আইজেনহাওয়ার)

জার্মানি – ফিল্ড মার্শাল রোমেল (ডেজার্ট ফক্স)

অপারেশন বারবারোস

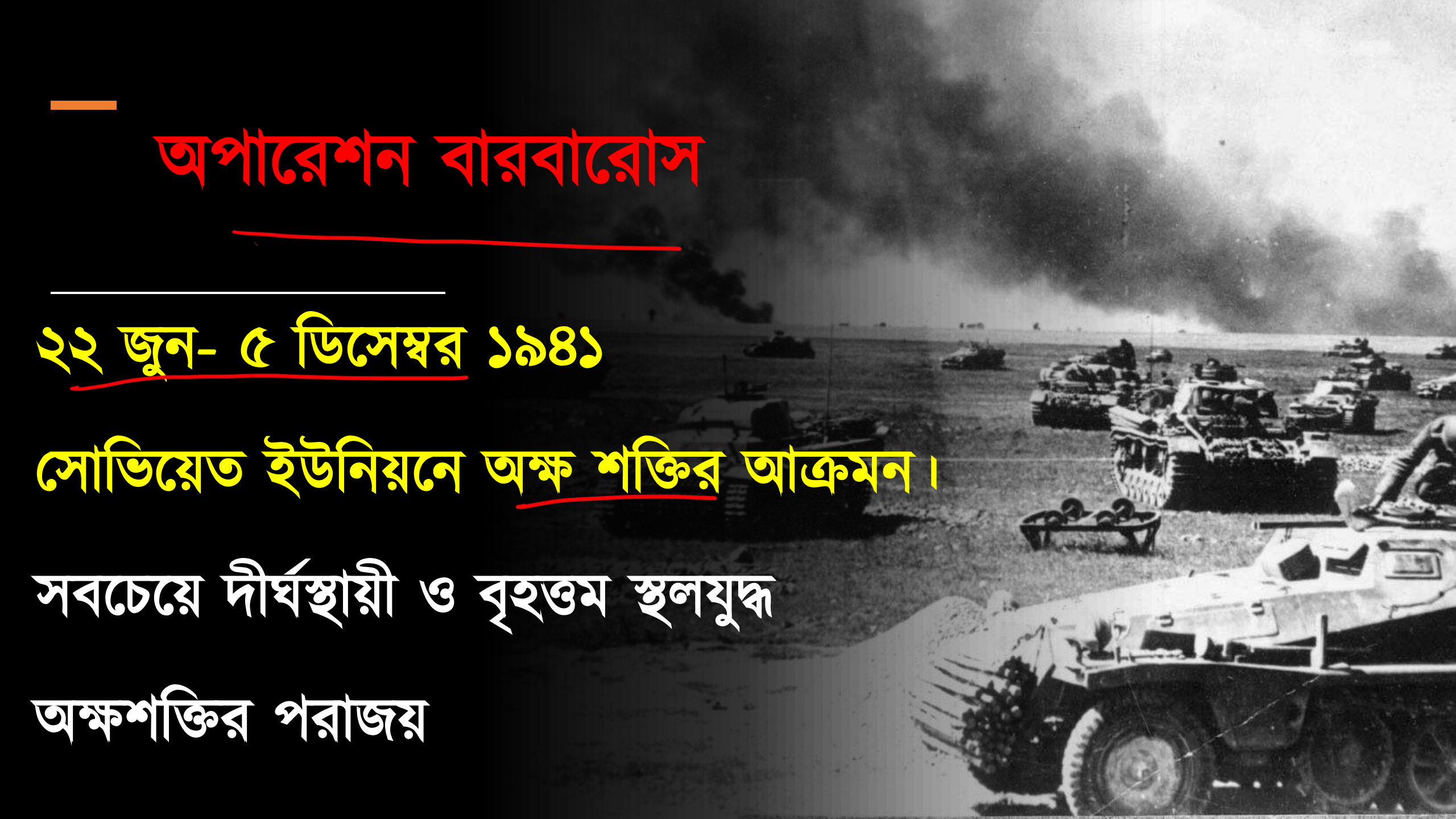

২২ জুন- ৫ ডিসেম্বর ১৯৪১

সোভিয়েত ইউনিয়নে অক্ষ শক্তির আক্রমন।

সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও বৃহত্তম স্থলযুদ্ধ

অক্ষশক্তির পরাজয়

অপারেশন ঈগল

- ১৩-১৭ আগস্ট ১৯৪১
- নাৎসি বাহিনীর ইংল্যান্ডে বোমা হামলা।
- ইতিহাসের সর্বাধিক সংখ্যক বিমান বহর নিয়ে পরিচালিত হামলা।

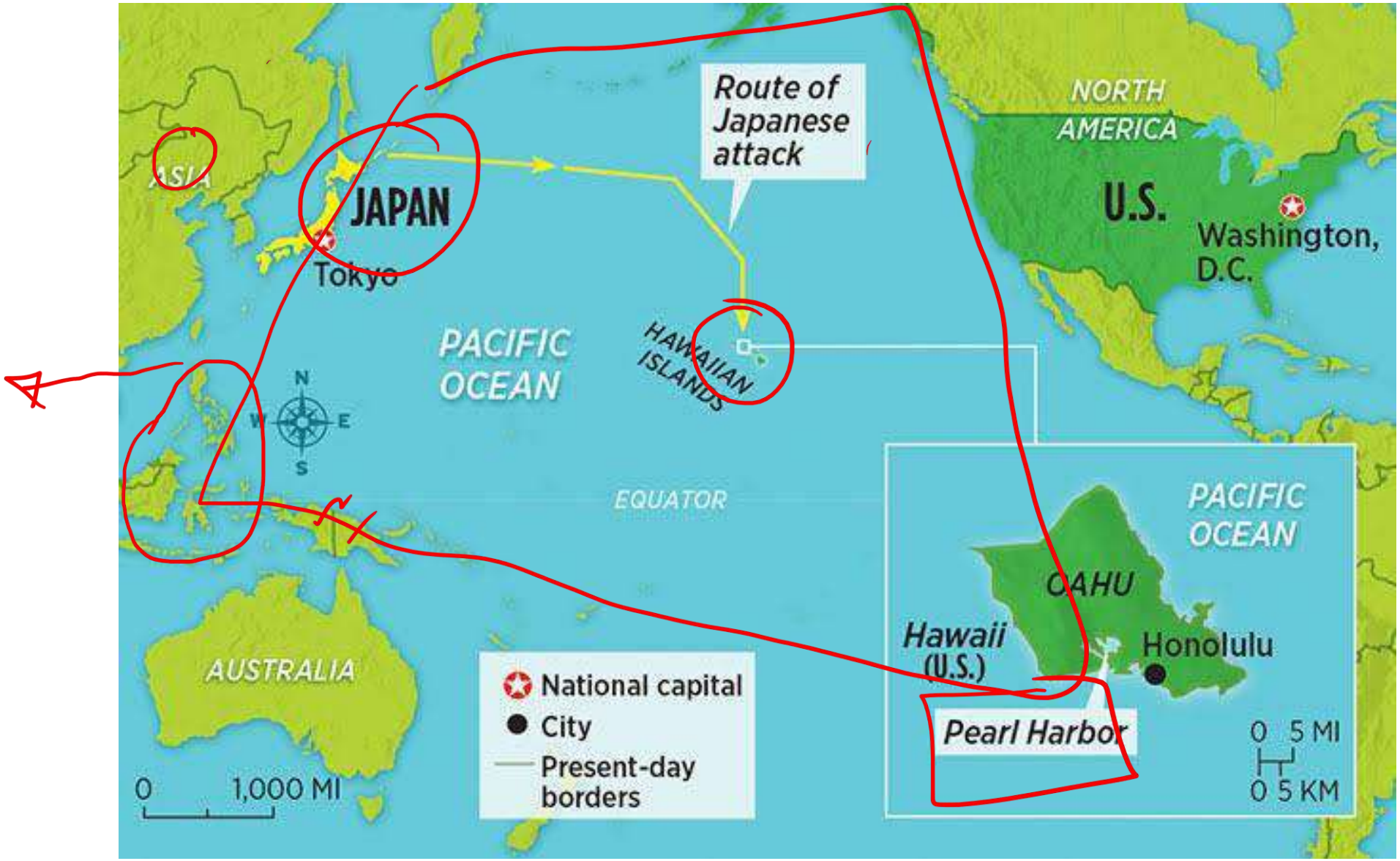
Route of Japanese attack
ASIA
JAPAN
Tokyo
PACIFIC OCEAN
HAWAIIAN ISLANDS
NORTH AMERICA
U.S.
Washington, D.C.
EQUATOR
AUSTRALIA
PACIFIC OCEAN
OAHU
Hawaii (U.S.)
Honolulu
Pearl Harbor
National capital
City
Present-day borders
0 1,000 MI
0 5 MI
0 5 KM

অপারেশন টোরা টোরা

- ৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ সালে জাপান যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের হুনুলুলুর কাছে অবস্থিত সামরিক ঘাঁটি পার্লহারবার আক্রমণ করে। এতে যুক্তরাষ্ট্র মনরো ডকট্রিন ভেঙে দিয়ে বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।
- জাপান কর্তৃক অপারেশনের নাম: অপারেশন হাওয়াই।
- আক্রমনের সংকেত: টোরা, টোরা, টোরা (জাপানি ভাষায় টোরা অর্থ- বাঘ)

৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩

ইতালির আত্মসমর্পণ

Final Edition

The Johnstown Tribune

THE WEATHER

NINETIETH YEAR — JOHNSTOWN, PA., WEDNESDAY EVENING, SEPTEMBER 8, 1943—EIGHTEEN PAGES — FOUR CENTS

ITALY SURRENDERS

RUSSIAN ARMY RETAKES STALINO

Nazis Quit City In Face of Swift Drive by Soviets

Capture of Industrial Area Presages Reconquest of Entire Donets Basin

FOE HOLDS 1 RAILROAD

ALLIED INVASION PLANS READY, MARSHALL SAYS

Attack on Northwest Europe Is Coming, U.S. Chief Reveals

VICTORY 'CERTAIN'

Report Rates Guadalcanal Offensive as Start Of Final Phase of War

CRANES CLEAR WRECKED CARS FROM PENNSY TRACKS

CAPITULATION IS ANNOUNCED BY EISENHOWER

Terms of 'Unconditional Surrender' Demand Met by Italians

SOON AFTER INVASION

ALLIED HEADQUARTERS, North Africa—(UP)—Italy surrendered today—unconditionally.

Gen. Dwight D. Eisenhower announced the capitulation of the Italian armed forces five days after the British Eighth Army had invaded Italy.

The Allied commander-in-chief in the Mediterranean, in announcing the collapse of Italian resistance, said Italy had been granted a military armistice.

The break at the weak end of the European Axis climaxed a brief invasion campaign against the toe of Italy, where the resistance encountered by the British Eighth Army was described as no more than token resistance.

Gen. Sir Bernard L. Montgomery's troops had been advancing cautiously up the tip of the Italian peninsula, retarded by little more than Axis demolition and the rugged terrain.

Eisenhower himself announced the Italian sur-

অপারেশন ওভারলর্ড

৬ জুন থেকে ৩০ আগস্ট, ১৯৪৪

নরম্যান্ডি, ফ্রান্স

পশ্চিম ইউরোপে নাৎসি নিয়ন্ত্রণের অবসান হয়।

D-Day

অন্য নাম: Normandy Landings/

Down Day/ Operation Naptune

৬ জুন ১৯৪৪

ফ্রান্স জার্মানি থেকে মুক্ত হয়।

- আনুষ্ঠানিকভাবে জার্মানি ৭ মে ১৯৪৫ সোভিয়েত জেনারেল জর্জ জোকভের নিকট আত্মসমর্পণ করে।
- ৮ মে জার্মান নাৎসি বাহিনী মিত্রবাহিনীর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে। এই দিনটি V E-Day (Victory in Europe Day) হিসেবে উদযাপিত হয়।

V-E-Day

Victory in Europe

৮ মে ১৯৪৫

জার্মানি ফ্রান্সের কাছে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করে।

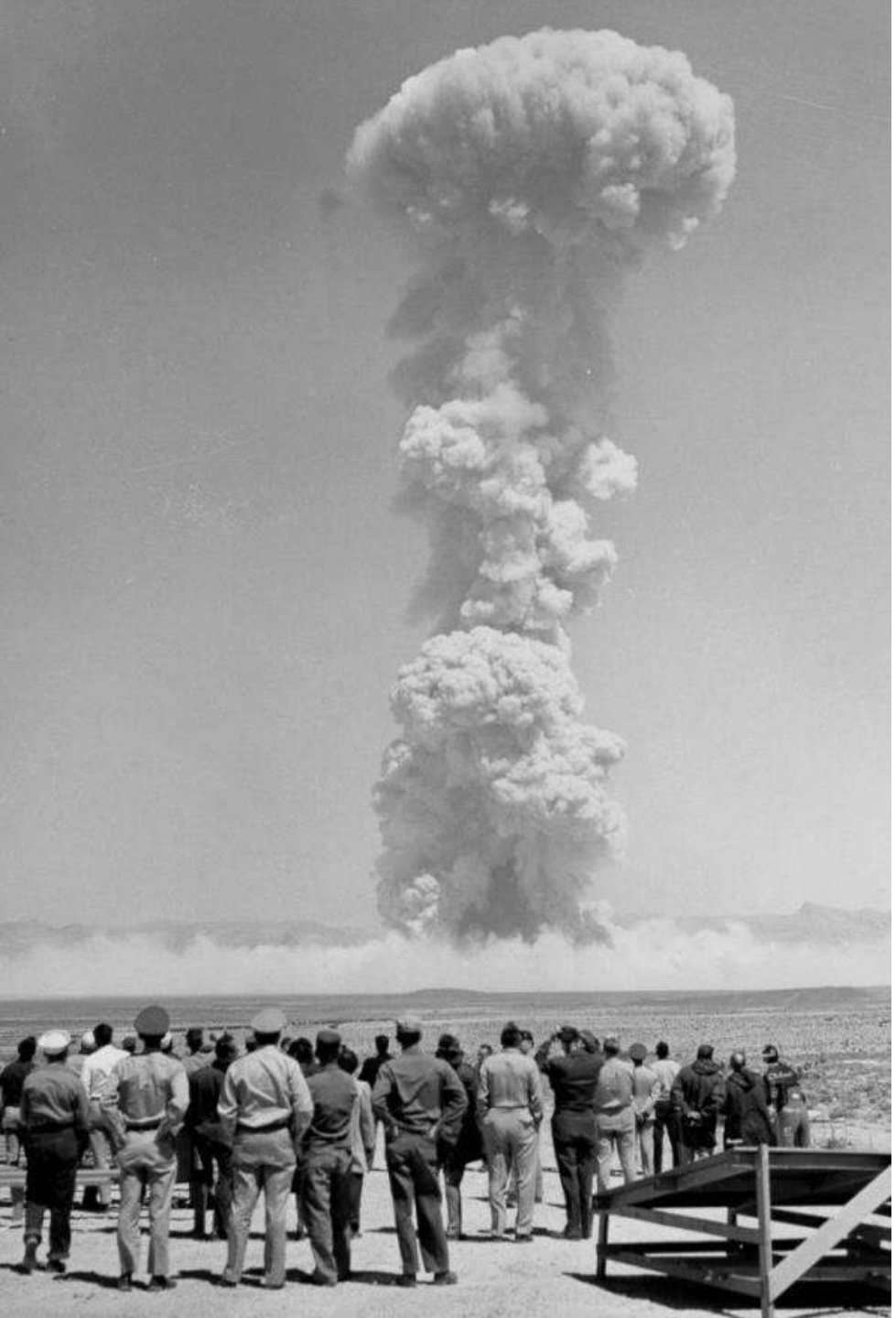

- ১৯৪৫ সালের ১৬ জুলাই নিউ মেক্সিকোতে পারমাণবিক বোমার সফল পরীক্ষা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। ২ আগস্ট পটাশডাম সম্মেলনে জাপানকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানায় আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া। কিন্তু জাপান তা প্রত্যাখ্যান করে।

- ৬ আগস্ট হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা 'লিটলবয়' এবং ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে ‘ফ্যাটম্যান’ বোমা ফেলে যুক্তরাষ্ট্র।

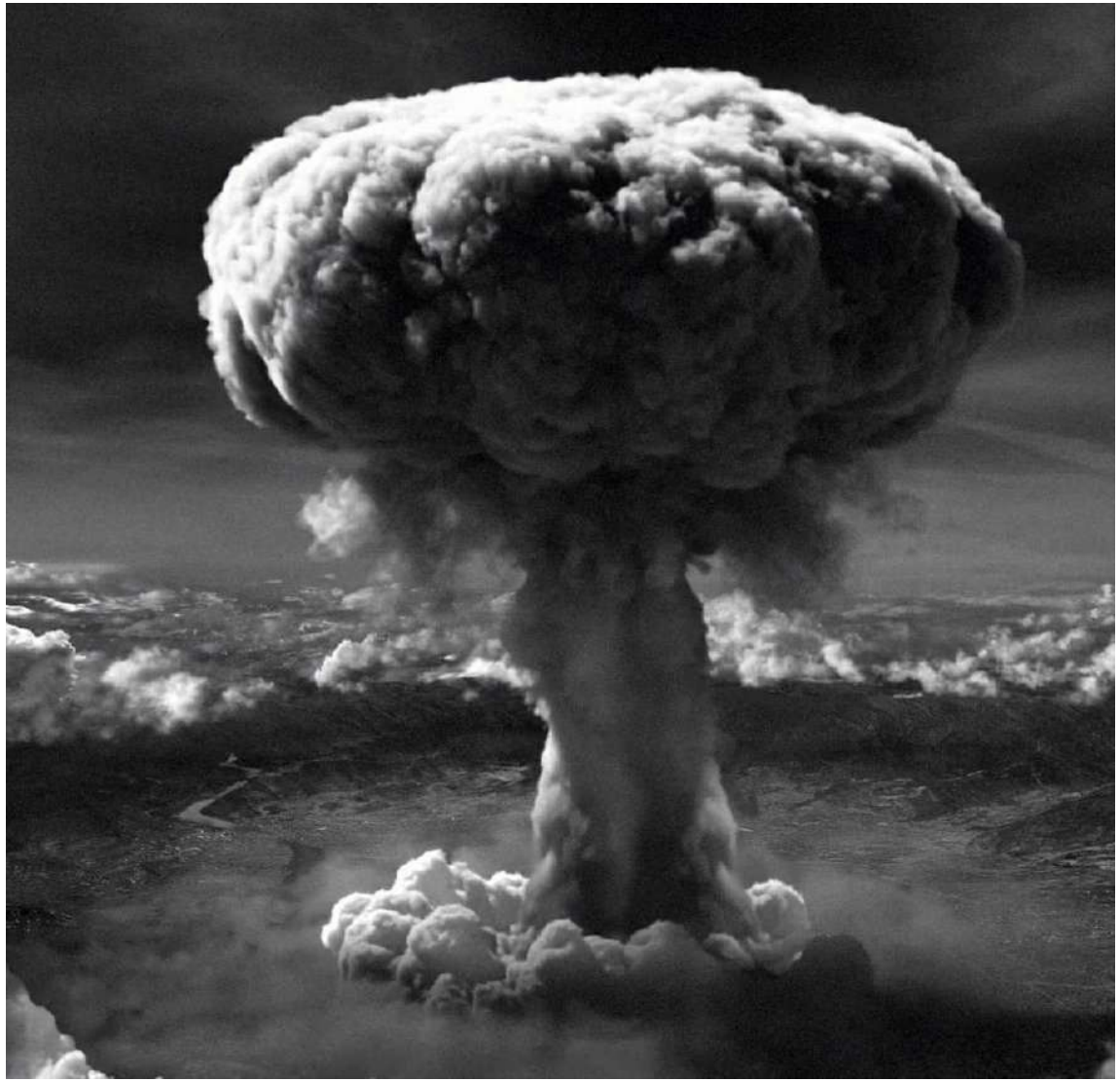

জাপানের আত্মসমর্পণ

ঘোষণাঃ ১৪ আগস্ট, ১৯৪৫

আত্মসমর্পণ করে ২ সেপ্টেম্বর

'ইউ এস মিসোরি' যুদ্ধ জাহাজে

আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করে।

ন্যুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল

জার্মানিকে শাস্তি প্রদান করা হয়।

২০ নভেম্বর ১৯৪৫- ১ অক্টোবর ১৯৪৬

International Military Tribunal

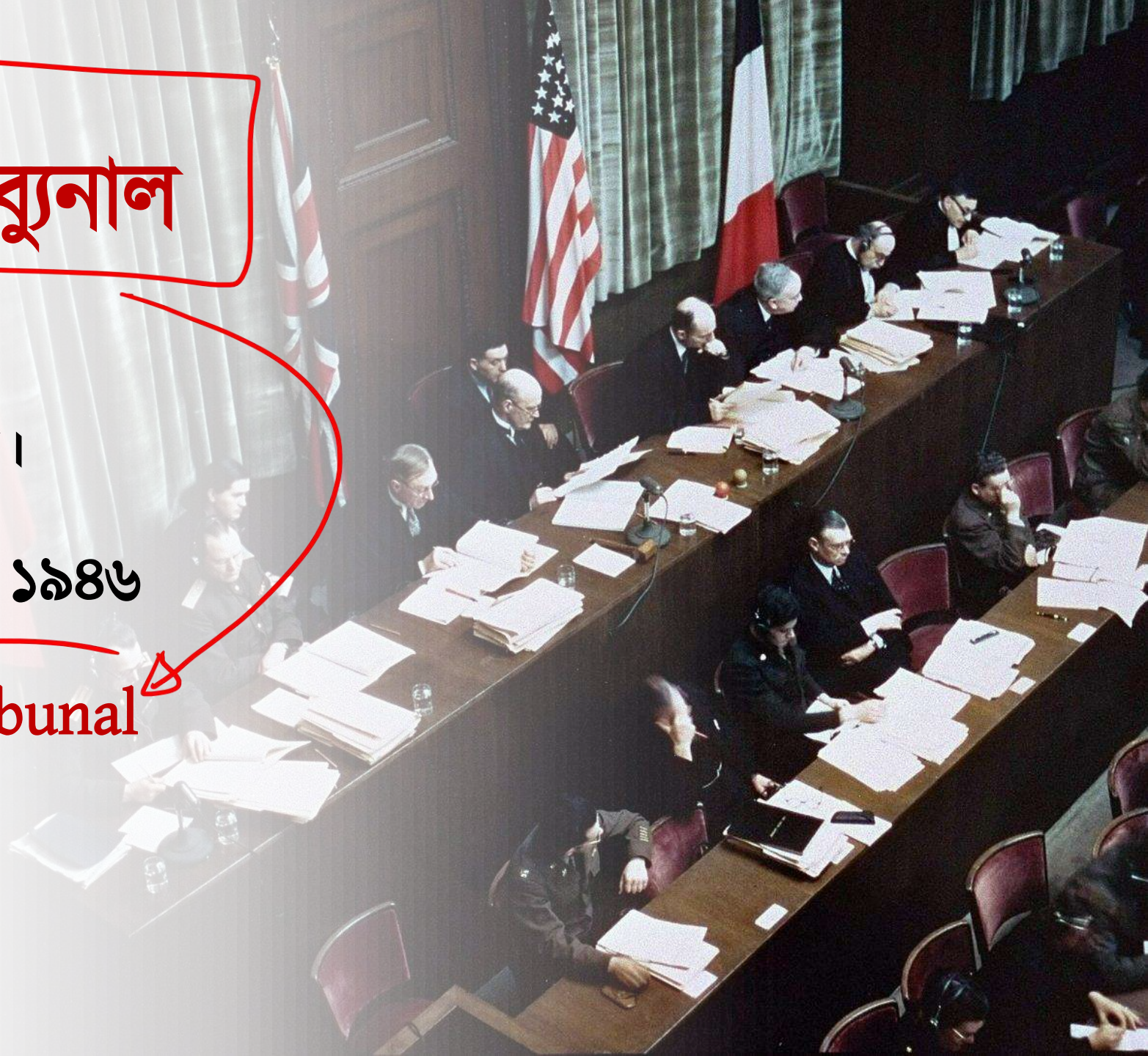

টোকিও ট্রাইব্যুনাল

অফিসিয়াল নাম: International Military Tribunal for Far East

২৯ এপ্রিল ১৯৪৬

উদ্দেশ্য- জাপানের শাস্তি প্রদান।

গুরুত্বপূর্ণ যা শিখলাম

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় - ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ সালে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে - ১৪ আগস্ট, ১৯৪৫ সালে।
- অক্ষশক্তি (= Axis Powers) - জার্মানি, জাপান ও ইতালি।
- মিত্রশক্তি (= Allied Powers) - ব্রিটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া ও পোল্যান্ড।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি যোগদান করে - ৮ ডিসেম্বর, ১৯৪১ সালে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পিতৃভূমি বলা হয় - রাশিয়াকে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বাফার স্টেট ছিল - বেলজিয়াম।
- যুক্তরাষ্ট্র জাপানের “হিরোশিমাতে' এটম বোমা ফেলে - ৬ আগস্ট, ১৯৪৫ সালে ।
- যুক্তরাষ্ট্র জাপানের 'নাগাসাকিতে' এটম বোমা ফেলে - ৯ আগস্ট, ১৯৪৫ সালে।
- জাপানের ‘হিরোশিমা' ও 'নাগাসাকিতে' নিক্ষিপ্ত বোমার নাম- লিটল বয় ও ফ্যাটম্যান।

গুরুত্বপূর্ণ যা শিখলাম

- যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হেনরি ট্রুম্যান এই বোমা ফেলার নির্দেশ দেন।
- কুমিল্লায় অবস্থিত ওয়ার সিমেট্রি স্বাক্ষ্য বহন করে - দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কোরিয়া ও তাইওয়ান জাপানের অধীন ছিল।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইরান জার্মানিকে এবং বাংলাদেশ বৃটেনকে সমর্থন করে।
- 'ডেসার্ট ৮ফক্স' নামে পরিচিত - ফিল্ড মার্শাল রোমেল।
- হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করে - ২২ জুন, ১৯৪১।
- জাপান পার্ল হারবারে মার্কিন নৌ ঘাটি আক্রমণ করে - ৭ ডিসেম্বর, ১৯৪১।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি যোগ দেয় ৮ ডিসেম্বর, ১৯৪১ (জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করলে)।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মরুভূমিতে যুদ্ধ করে ‘ডেজার্ট ব্যাট' উপাধি পান – মন্টেগোমারি

- Let’s Recap

Cold War

The Cold War 1945-1991

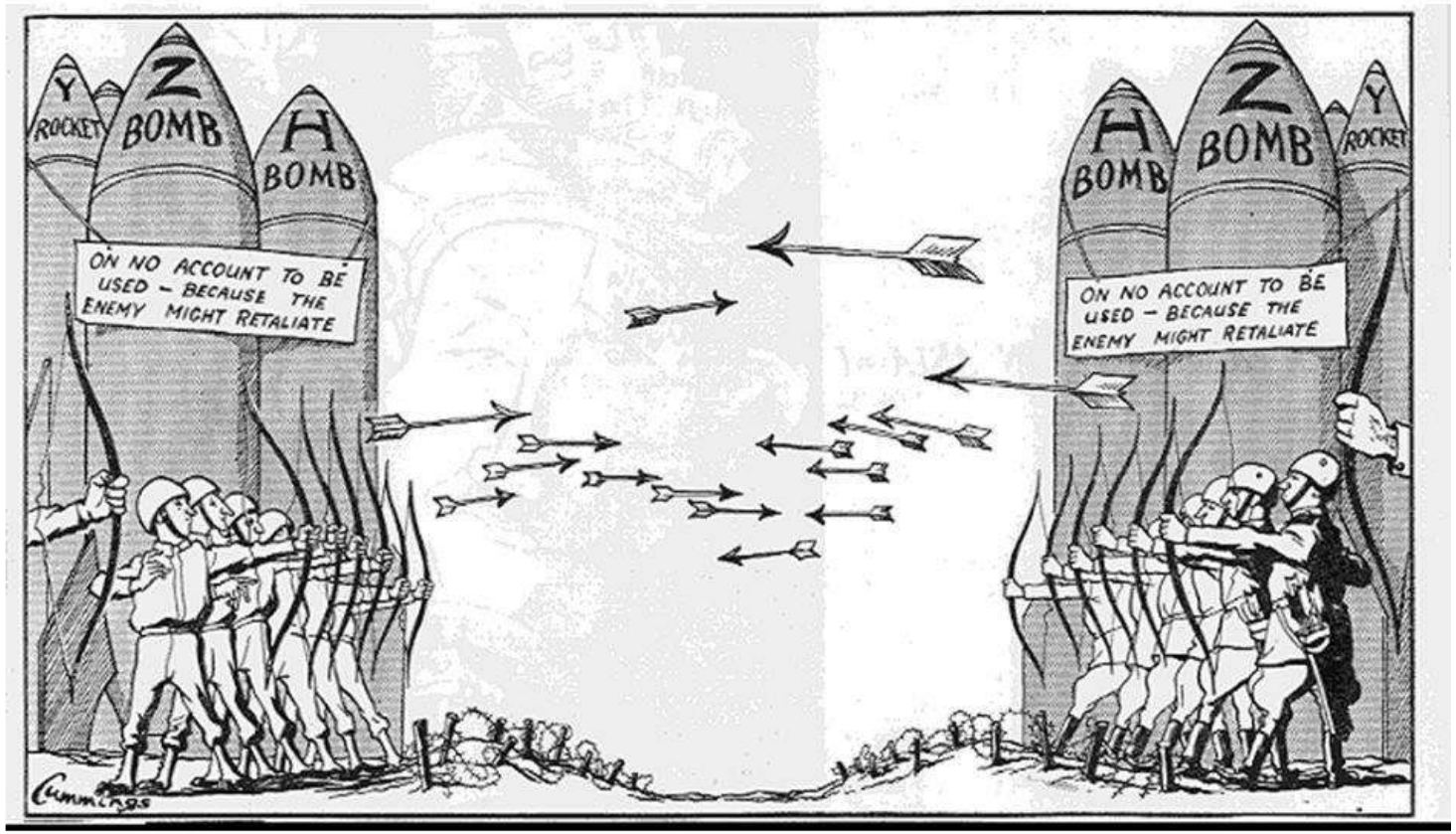

কোল্ড ওয়ার

- সর্বপ্রথম ১৯৪৫ সালে "You and the atom bomb" শিরোনামের একটা লেখায় ব্যবহার করেন ব্রিটিশ লেখক George Orwell.

কোল্ড ওয়ার

১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে বার্নাড বারুচ এক বক্তৃতায় "Cold war" টার্মটা ব্যবহার করেন।

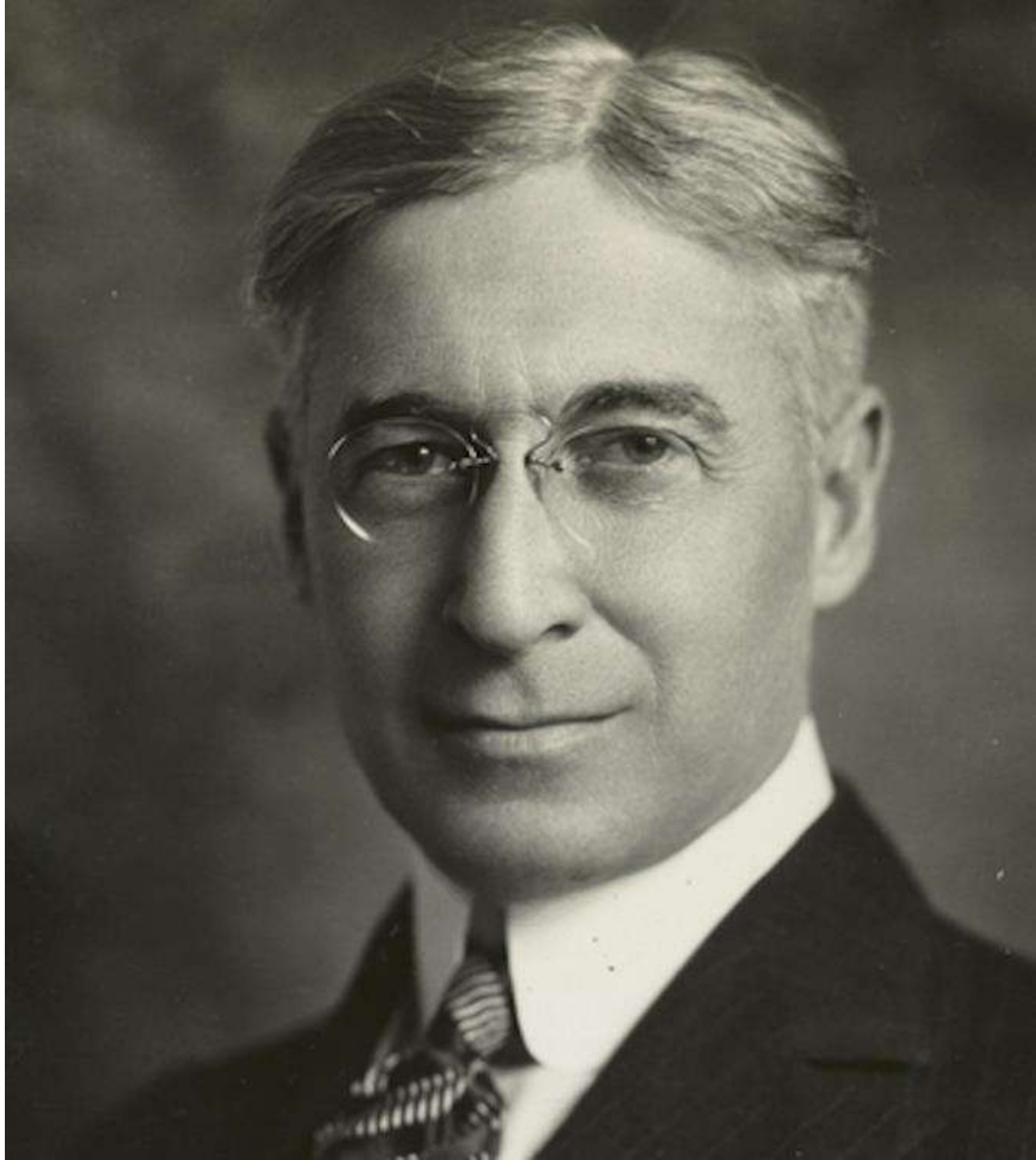

কোল্ড ওয়ার

- ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে পত্রিকার এক কলামে ওয়াল্টার লিপম্যান "Cold War" টার্ম ব্যবহার করেন।

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে দুটি পরস্পর বিরোধী রাষ্ট্র-জোট প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ না হয়ে পরস্পরের প্রতি যে যুদ্ধাভাব বিরাজ করছিল বা সংগ্রামে লিপ্ত ছিল তাকেই 'ঠাণ্ডা লড়াই' বলে অভিহিত করা হয়। এভাবে 'যুদ্ধও নয়, শান্তিও নয় সাধারণত এ ধরনের সম্পর্ককে বলা হয় 'Cold War Relationship'। কাজেই ঠাণ্ডা লড়াই ছিল দুই জোটের মধ্যে এমন একটি যুদ্ধাংদেহ সম্পর্ক, যে সম্পর্ক যুদ্ধ সৃষ্টি করেনি, কিন্তু যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছিল।
- উল্লেখ্য যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ইঙ্গিত আমরা পাই উইনস্টন চার্চিলের ১৯৪৬ সালের ৫ মার্চ ওয়েস্ট-মিনিস্টার কলেজের এক বক্তৃতার মাধ্যমে। অবশ্য চার্চিল সরাসরি 'Cold War' কথাটি ব্যবহার করেননি। কিন্তু তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যে মৈত্রীর বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল তা অবলুপ্ত হতে চলেছে।

- ১৯৪১ সালে আটলান্টিক সনদে (জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা বিষয়ক সম্মেলন) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩২তম প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের ২য় প্রেসিডেন্ট জোসেফ স্ট্যালিনকে আমন্ত্রণ জানায় নি। তদ্রুপভাবে ১৯৪৩ সালে মস্কো সম্মেলনে রুজভেল্টকে আমন্ত্রণ জানায় নি স্ট্যালিন।

Policy of Containment (ধারক নীতি)

- প্রবক্তা – জর্জ কেনান, ১৯৪৭
- Containment - an attempt to keep another country's political power within limits without having a war with them.

ট্রুম্যান ডকট্রিন

- হ্যারি এস ট্রুম্যান ১২ মার্চ ১৯৪৭, মার্কিন কংগ্রেসে উত্থাপন করেন।
- উদ্দেশ্য: যেকোনো গণতান্ত্রিক দেশকে সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে সাহায্য করা।

- সমাজতন্ত্রের বিস্তার রোধ এবং এ লক্ষ্যে জোট গঠন সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- কোনো সশস্ত্র বিপ্লবী গোষ্ঠী বা কোনো বহিরাগত শক্তি যদি কোনো দেশে বিপ্লব সংঘটিত করতে চায়, সেই ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সরকারকে সমর্থন করবে। আর এই সমর্থনের ধরন হবে, আর্থিকভাবে বিপ্লব বিরোধীদের সমর্থন করা এবং যুক্তরাষ্ট্র বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সরাসরি তার সেনাবাহিনী পাঠাবে না।
- পশ্চিম ইউরোপসহ দূরপ্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন প্রভাব বজায় রাখা।
- ট্রুম্যান মতবাদ অনুসারে যেসমস্ত দেশ সোভিয়েত কমিউনিজমের হুমকির মুখে ছিল, সেসব দেশকে যুক্তরাষ্ট্র আর্থিক সাহায্য প্রদান করবে। তাছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইউরোপের বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপক আর্থিক সাহায্য প্রদান করে।
- বিভিন্ন সামরিক ও অর্থনৈতিক জোট গঠন করা। যেমন- ১৯৪৯ সালে সোভিয়েত হুমকিকে মোকাবেলা করার জন্য ন্যাটো বা উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা (North Atlantic Treaty Organization বা NATO) গঠিত হয়, যা এখনো বিদ্যমান।

ডানকার্ক চুক্তি

- স্বাক্ষর কারী – ব্রিটেন ও ফ্রান্স
- ৪ মার্চ, ১৯৪৭
- এই চুক্তির মাধ্যমে উভয় দেশ একমত হয় যে জার্মনি যদি এ দুদেশের কোনো দেশকে আক্রমণ করে, তা হলে তারা উভয় দেশ সম্মিলিতভাবে তা প্রতিরোধ করবে। তাছাড়া অর্থনৈতিক ব্যাপারেও প্রতিনিয়ত উভয়পক্ষের মধ্যে মতবিনিময় চলতে থাকবে বলেও চুক্তিতে সাব্যস্ত হয়।

< North America
Iceland
Europe
Norway
Sweden
Finland
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Belarus
United
Kingdom
Ireland
Denmark
Germany
Poland
Ukraine
Belgium
Czech Rep.
Slovakia
Moldova
France
Austria
Hungary
Romania
Croatia
Bulgaria
Italy
Spain
Portugal
Turkey
Greece
Asia >
Morocco
Algeria
Tunisia
Africa
West
East

মার্শাল পরিকল্পনা (Marshall Plan)

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলো, পাশাপাশি পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে ছিল সমাজতন্ত্র এবং উপর ছিল সোভিয়েত কর্তৃত্ব। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলোর উপর ছিলনা কোনো মার্কিন কর্তৃত্ব।

- তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ মার্শাল ১৯৪৭ সালের ৫ জুন হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'মার্শাল প্লান' ঘোষণা করেছিলেন। মার্শাল বলেছিলেন, “It is logical that the United States should do whatever it is able to do to assist in the return of normal economic health to the world, without which there can be no political stability and no assured peace."। তিনি আরো বলেছিলেন যে, যেখানে দারিদ্র্য, হতাশা ও লোকসংখ্যা বেশি সেখানেই কমিউনিজম শাখা-প্রশাখা ছড়ায়।

- সুতরাং যুক্তবিধ্বস্ত ইউরোপের দারিদ্র্য দূর না করলে ইউরোপকে কমিউনিজমের হাত থেকে বাঁচানো যাবে না। এ লক্ষ্যেই ১৯৪৮ সালে জর্জ মার্শালকে প্রধান করে তৎকালীন পশ্চিম ইউরোপের অর্থনীতি পুনর্গঠনের লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১২ বিলিয়ন ডলারের (যা বর্তমানে ১২৯ বিলিয়ন ডলার) সমন্বয়ে যে আর্থিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তা মার্শাল পরিকল্পনা নামে পরিচিত। যা চলমান ছিল ১৯৫১ সাল পর্যন্ত। তাঁর এ পরিকল্পনা ছিল মূলত পশ্চিম ইউরোপে রাশিয়ার সম্প্রসারণ প্রতিরোধে একটি কর্মসূচি।

মার্শাল প্ল্যান

- ঘোষণা করা হয়: ৫ জুন ১৯৪৭, হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়
- ঘোষণা করেন: জর্জ সি মার্শাল
- অনুমোদন: ৩ এপ্রিল, ১৯৪৮
- সমাজতন্ত্রের বিকাশ প্রতিরোধের জন্য ইউরোপে আর্থিক সাহায্য প্রদান।
  (ইউরোপে ১২ বিলিয়ন ডলার অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়)
- রাশিয়ার প্রাভদা পত্রিকা "ডলার কূটনীতি" বলে অভিহিত করে।

ব্রাসেলস চুক্তি

- ব্রিটেন, ফ্রান্সসহ ইউরোপের ১৬টি দেশ মার্শাল প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত হয়।
- মার্শাল প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ সাধারণ শুল্কনীতি গ্রহণ করে।
- ১৯৪৮ সালের মার্চে সেই শুল্কনীতিকে সমর্থন করে ব্রিটেন ফ্রান্স যোগ দিয়ে ব্রাসেলস চুক্তি সম্পাদন করে।

ব্রাসেলস চুক্তি

১৭ মার্চ ১৯৪৮

ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম,
নেদারল্যান্ডস, লুক্সেমবার্গ

পারস্পরিক আত্মরক্ষা, সংস্কৃতি বিনিময়
এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা

- মার্শালের প্ল্যানকে রুশ মন্ত্রী মলোতভ তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। তিনি এই প্লানকে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী নকশা এবং এন্ডক্লেবমেন্ট অব ইউরোপ বলে আখ্যায়িত করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন নেতা স্টালিনও বিশ্বাস করতেন যে, আমেরিকান সহযোগিতা গ্রহণ করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্লক থেকে দেশগুলো বের হয়ে যাবে। এ কারণে তিনি ইপিআর প্রত্যাখ্যান করে মলোতবের দেয়া প্ল্যান গ্রহণ করেন
- ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে রাশিয়া মার্শাল প্ল্যান ও ব্রাসেলস জোটকে ঠেকানোর জন্য কমিউনিস্ট ইনফরমেশন ব্যুরো (কমিনফর্ম) গঠন করে।

মল্টভ প্ল্যান

১৯৪৭

উদ্দেশ্য- পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে আর্থিক সহায়তা।

Communist Information Bureau

সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের সংগঠন

প্রতিষ্ঠা: ১৯৪৭

উদ্দেশ্য - ইউরোপীয় দেশগুলো যাতে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা গ্রহণ না করে তার পক্ষে জনমত গঠন।

কমেকন

- সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৪৯ সালে জানুয়ারি মাসে “মার্শাল প্লান”- এর প্রতিপক্ষ হিসাবে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে সোভিয়েত আর্থিক সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে মস্কোতে 'পারস্পরিক অর্থনৈতিক সাহায্য পরিষদ' বা Council for Mutual Economic Assistance গঠন করে।
- প্রাথমিকভাবে পোল্যান্ড চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে এ প্রতিষ্ঠানের সদস্য হলেও পরে পূর্ব জার্মানি, আলবেনিয়া এমনকি উত্তর কোরিয়া ও তদানীন্তন উত্তর ভিয়েতনাম এ দুটো এশিয়ান দেশও এর সদস্য হিসাবে যোগদান করে।

Council for Mutual Economic Assistance

প্রতিষ্ঠা - ১৯৪৯

সমাজতান্ত্রিক দেশ গুলোর অর্থনৈতিক জোট।

সদস্য - ১১ টি দেশ

বিলুপ্তি- ১৯৯১

- আর্থিক দিকের সাথে সামরিকভাবেও মোকাবিলা করার প্ল্যান দরকার!

ভ্যান্ডেনবার্গ রেজ্যুলেশন

- মার্কিন সিনেটের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির প্রধান আর্থার ভ্যান্ডেনবার্গের প্রস্তাব ।
- পাস: ১৯৪৮
- বিষয়বস্তু: সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সামরিক সহায়তা প্রদানে মার্কিন অঙ্গীকার।
- ফলাফল: এই রেজ্যুলেসনের উপর ভিত্তি করে ১৯৪৯ সালে ন্যাটো প্রতিষ্ঠিত হয়।

NATO

North Atlantic Treaty Organization

৪ এপ্রিল, ১৯৪৯

সদর দপ্তর – ব্রাসেলস বেলজিয়াম

প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য – ১২ টি

ব্রাসেলস + যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইতালি, পর্তুগাল, নরওয়ে, ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড

বর্তমান সদস্য-৩২ টি

সর্বশেষ – সুইডেন (৭ মার্চ, ২০২৪)

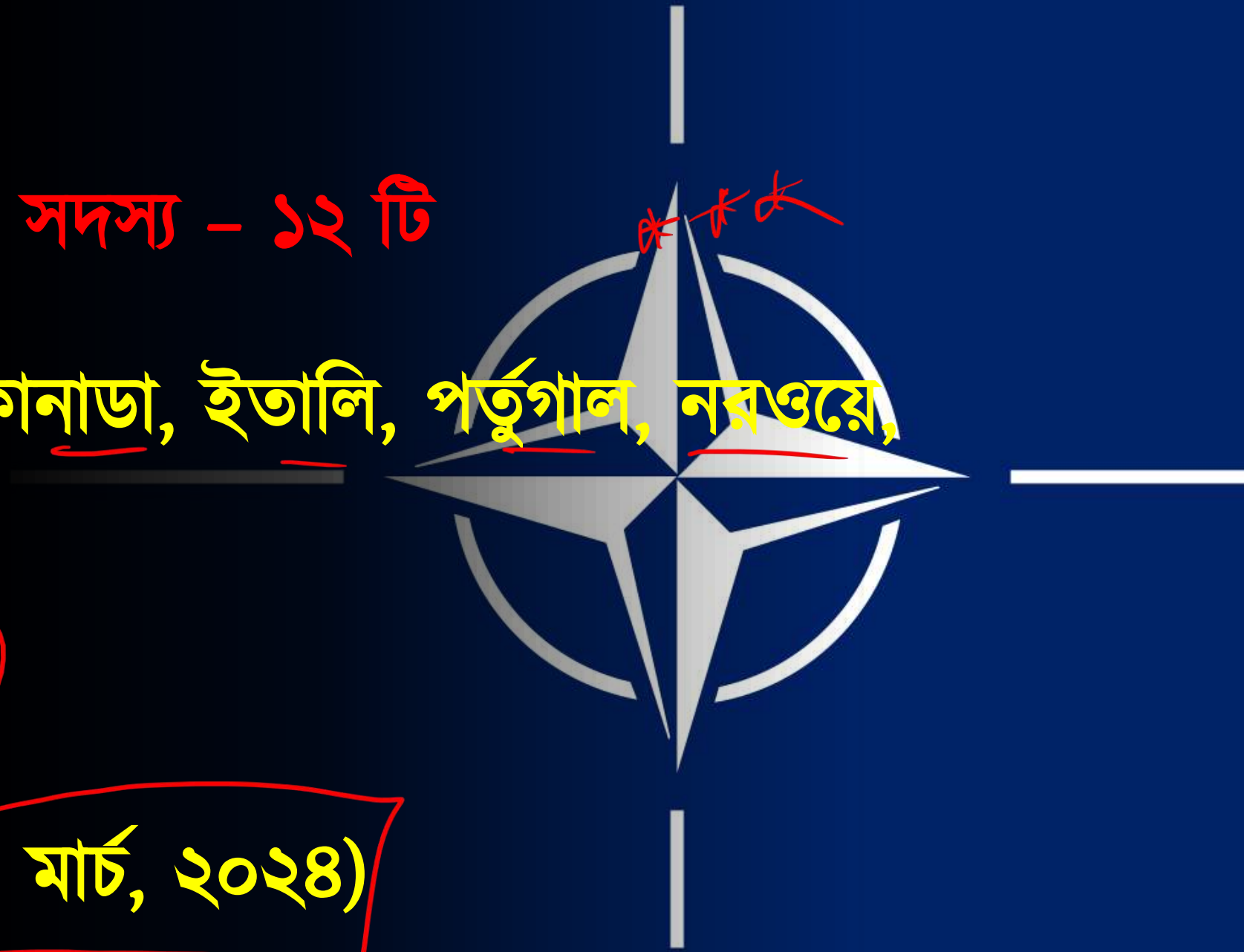

ISAF

International Security Assistance Force

ন্যাটোর বহুজাতিক বাহিনী

ওয়ারশ চুক্তি (ন্যাটোর বিপরীত সামরিক গোষ্ঠী

অফিসিয়াল নাম - **The Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance,**

প্রতিষ্ঠা- ১৯৫৫

ওয়ারশ

সদস্য – ৮টি

সদর দপ্তর – মস্কো

বিলুপ্তি – ১৯৯১

আইজেনহাওয়ার মতবাদ - ১৯৫৬

মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নীতি

মধ্যপ্রাচ্যের স্বার্থ কে যুক্তরাষ্ট্র

নিজের স্বার্থ মনে করবে।

ডমিনো তত্ত্ব

(দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জন্য প্রযোজ্য ছিল)

প্রবক্তা - আইজেন হাওয়ার, ১৯৫৪

কোনো একটি রাষ্ট্রে যদি সমাজতন্ত্রীরা ক্ষমতাসীন হয়, তাহলে পাশের রাষ্ট্রটিও সমাজতন্ত্রীদের দখলে চলে যাবে।

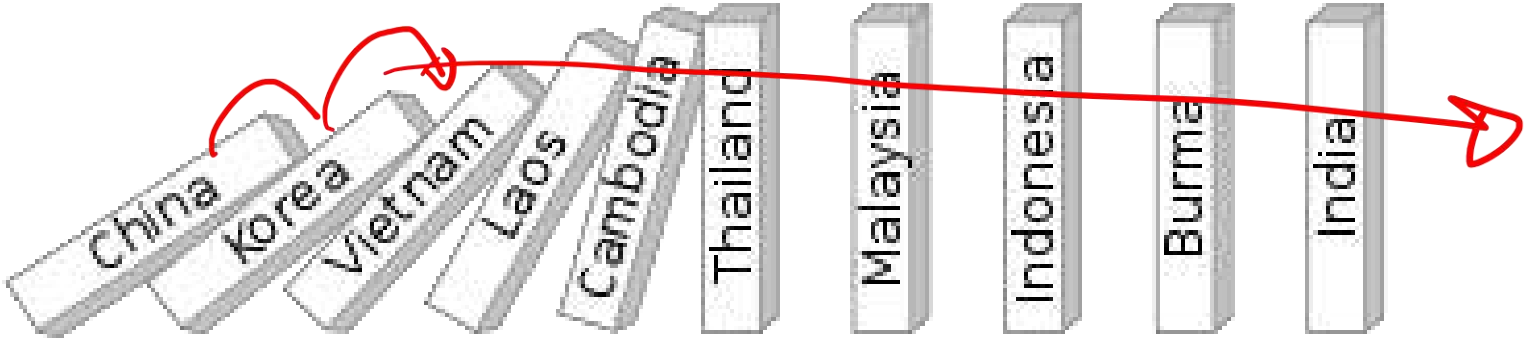

- Let’s Recap

কিউবা

- সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয় – ১৯৫৯
- প্রেসিডেন্ট হন ফিদেল ক্যাস্ট্রো

ক্ষেপণাস্ত্র সংকট

অক্টোবর, ১৯৬২

তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান: মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি এবং সোভিয়েত সর্বোচ্চ নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ।

- ফিদেল ক্যাস্ট্রো কিউবাকে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র ঘোষণা করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে জোট গঠন করে। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার সাম্যবাদী সরকারকে উৎখাত করার পরিকল্পনা করলে কিউবা সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করে।

প্রেক্ষাপট: সোভিয়েত ইউনিয়নকে চাপে রাখার জন্যে যুক্তরাষ্ট্র তুরস্কে মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করে। এর পাল্টা হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ফ্লোরিডা থেকে ১৫০ কি.মি. দূরত্বে কিউবায় মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করে যা ১৯৬২ সালে মার্কিন গুপ্তচর কর্তৃক ধরা পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রকে যা রীতিমত আতঙ্কের মধ্যে ফেলে দেয় এবং পারমাণবিক যুদ্ধের দিকে বিশ্বকে ধাবিত করে।

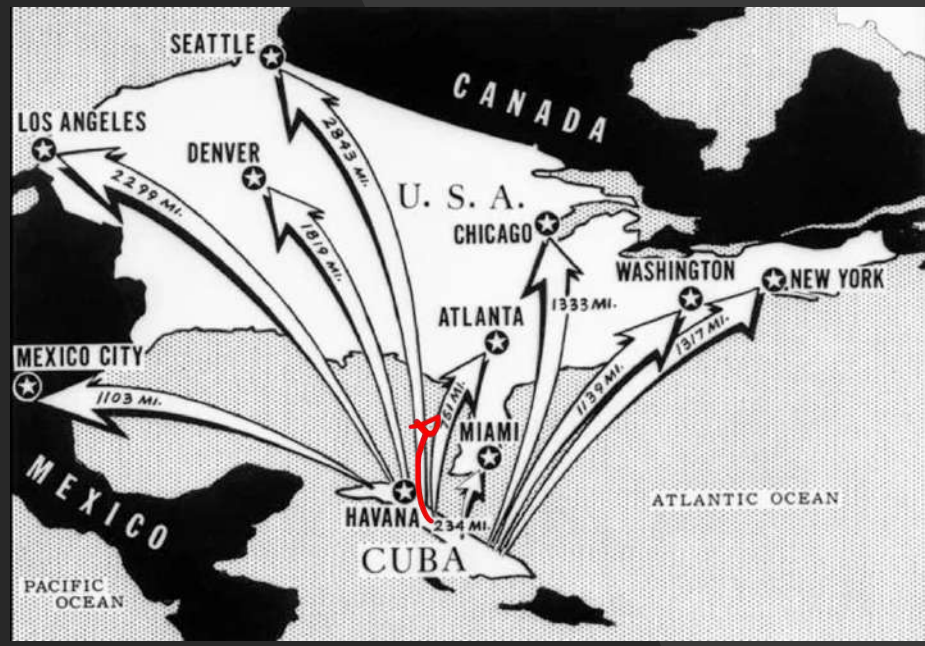

পরবর্তীতে জাতিসংঘ এবং NAM এর মধ্যস্থতায় ২৭ অক্টোবর, ১৯৬২ সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ যুক্তরাষ্ট্রকে কিউবায় হামলা না করা, তুরস্ক থেকে ক্ষেপণাস্ত্র সরানো, কিউবা থেকে নৌ অবরোধ তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে যুক্তরাষ্ট্র তা মানতে সম্মত হয়। ফলাফল ২০ নভেম্বর, ১৯৬২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবা থেকে ক্ষেপণাস্ত্র সরিয়ে নেয়, ইতিহাসে যা কিউবান ক্ষেপণাস্ত্র সংকট নামে পরিচিত।

- যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবা কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় – ১৯৬১ সালে
- সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয় – ২০১৫ সালে

গুয়ানতানামো বে

১৯০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র কে লিজ দেয় কিউবা।

দাঁতাত (Détente)

স্নায়ু যুদ্ধকালীন সোভিয়েত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনে পদক্ষেপ সমূহ।

সময়কাল - ~~১৯৬২-১৯৭৯~~

হটলাইন

হোয়াট হাউস ও সোভিয়েত প্রেসিডেন্টের বাসভবন ক্রেমলিনের মধ্যে সরাসরি টেলিফোন আলাপ

গ্লাসনস্ত (সোভিয়েত খোলানীতি/Open Discussion)

- প্রবর্তক: সাবেক সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ
- সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ নির্ভয়ে খোলাখুলিভাবে তাদের মতামতাদি প্রকাশ করতে পারবেন, পারবেন কমিউনিস্ট পার্টি ও রাষ্ট্রীয় নেতাদের কর্মকাণ্ডেরও সমালোচনা করতে পারবেন।

পেরেস্ত্রৈকা (উদারনৈতিক অর্থনৈতিক সংস্কার /Development Discussion)

- প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ

- সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট হয়। এরই সূত্র ধরে মার্কসবাদ আনুষ্ঠানিকভাবে বর্জিত হয়, লেনিনের রচনাবলি বিলুপ্ত হয়, বহুদলীয় গণতন্ত্র চালু হয়, ও বুর্জোয়া কালচারকে পুনরায় গ্রহণ করা হয়।

স্নায়ুযুদ্ধের অবসান

- ২ এপ্রিল, ১৯৮৯ The NewYork Times পত্রিকায় উল্লেখ করা হয় যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে কোল্ড ওয়ার এর অবসান ঘোষণা করেছে
- ৩ ডিসেম্বর মিখাইল গর্বাচেভ ও জর্জ বুশ Malta Conference এ যৌথ ঘোষণা দেন

- Let’s Recap

Thank You